সম্পাদকের চিরকুট - ৪

দেখতে দেখতে আরও একটা বৎসর শেষ হয়ে যাচেছ। নভেম্বর মাস। এ মাসে একটা বিশেষ ঘটনা বাংলাদেশীদের জন্যে কষ্টের ও কলঙ্কের হয়ে আছে - তা হচ্ছে ৩রা নভেম্বর - জেল হত্যা দিবস। বাংলাদেশের রূপকারদের মধ্যে প্রধান ৫ জনকে ১৯৭৫ সালে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় - তাদের মধ্যে চারজনকে সভ্যতার নিয়মনীতি ও আইনের শাসনের চরম লংঘন করে জেলের ভিতর যে চারজনকে হত্যা করা হয় তারা হলেন:

১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
২) তাজউদ্দিন আহম্মেদ
৩) কামরুজ্জামান
৪) ক্যাপটেন মনসুর আলী

পৃথিবীর যে কোন আইনে জেলের ভিতর হত্যা করা একটা জঘন্য অপরাধ আর সে অপরাধের বিচার বন্ধ করা আরো বড় অপরাধ। যারা এ জঘন্য কাজ করেছে তারা আজ ইতিহাস। আর যারা বেচে আছি - নিজেদের সভ্য বলে ভাবার চেষ্টা করছি তাদের জন্য এটা একটা অতীব জরুরী কাজ- সকল হত্যার বিচার নিশ্চিত করা। আসুন আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে বলি "আইন সবার জন্যে সমান"। সবার বিচার পাওয়ার অধিকার আছে সে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরই হোক আর ২০০২ সালের অপারেশন ক্লিন হার্ট -ই হোক। সবার জন্যে বিচারের দ্বার উন্মুক্ত হোক ।

এবার আসা যাক অন্য প্রসংগে। ভিন্নমতে দেখা গেল পাগল আবার জেগেছে। সম্ভবত: নিয়মিত ঔষদ খাওয়া হয়নি। তবে পাগল হলে কি হবে স্মরণশক্তি বেশ ভাল আর বুদ্ধিমানও বটে। GRE Score টা ভুলেনি আর সুযোগ পেয়ে আমাদের জানাতে একটুও দেরী করেনি। ভাল কথা। জনাব বুদ্ধিমান পাগল আপনার বিবেকের তাড়নায় আপনি যে গল্পটা বললেন সেটা চলুন একটু অন্যভাবে দেখি। তার আগে আসুন একটা গল্প বলি। ঘটনাটা গত সপ্তাহের।

এক রোববার রাত্র ১১টা হবে । আমি এক বন্ধুর বাসা থেকে ফেরার পথে এ মলে গাড়ি পার্ক করে ব্যাঙ্ক মেশিনের উদ্দেশ্য যাচ্ছি। এর মধ্যে শুনতে পেলাম একটা সুরেলা গলা - " এক্সকিউজ মি...."। সে ব্যাঙ্ক মেশিনে যাওয়া জন্যে আমার সাহায্য চাইছে। তাকিয়ে দেখি কাঁচে ঘেরা ঘরটার ভিতর একটা বিশালদেহী মানুষ দাড়িয়ে আছে - মনে হলো মাতাল হবে। যা হোক আমাকে অনুসরন করে মেয়েটা ভিতরে গেল এবং আমার কাজ শেষ হবার পরও আমাকে তার অনুরোধে দাড়াতে হলো। দেখুন পৃথিবীর নিরাপদ দেশগুলো মধ্যে কানাডা একটা আর সেখানেও মেয়েদের পুরুষের কাছে নিরাপত্তা চাইত হয় । এর কারন কি ? উত্তর প্রায় সবার জানা - কেবল কিছু মানুষ ছাড়া। এর উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশেও যেমন মানুষের বাস - তেমনি কানাডায়ও মানুষের বাস। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুটাই আছে। সে জন্যে বাংলাদেশে জেল আছে - তেমনি কানাডাতেও জেল আছে খারাপ মানুষ গুলোকে সমাজ থেকে আলাদা করার জন্য । সমস্যা হচ্ছে মাঝামাঝি ধরনের মানুষ নিয়ে - যাদের মধ্যে মন্দ ভাবটা প্রবল আর সেটাকে ভদ্রচেহারা দিয়ে লুকিয়ে রাখে। আপনার বন্ধু - যে আপনাকে বই মেলায় মেয়েদের উত্যাক্ত করতে নিয়ে গিয়েছিল সে হচ্ছেন একজন মুখোশধারী মন্দমানুষ। আর মেয়েরা এদের হাতে বেশি নিগৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে অফিসের বস - সব যায়গার এদের পাওয়া যাবে।

তো আপনার কথায় আসি। আপনি যখন বুঝলেন কাজটা খারাপ বা অন্যায় তখন আপনি বেশ কিছু কাজ করতে পারতেন - যেমন আপনার বন্ধুকে একটা কষে চড় মেরে বলতে পারতেন যে সে অন্যায় করছে - আপনি মেয়েটার কাছে ক্ষমা চাইতে পারতেন - আপনি সমস্যাটা সমাধানের লক্ষ্যে মেলা আয়োজকদের গিয়ে বলতে পারতেন বিষয়টা সমাধানের জন্যে - তাদের বলতে পারতেন মেলার গেটটাকে প্রসস্ত করার জন্যে - বলতে পারতেন আসা ও যাওয়ার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ পথ তৈরীর জন্যে। দেখুন এটা আপনার জন্যে বিরাট সুযোগ ছিল একটা বড় সমস্য সমাধানের পথে কিছু করার জন্যে । আপনি করেনি - কিন্তু কেহ না কেহ করেছে - তাই বই মেলায় এখন আর সে সমস্যা নেই । আর আপনি কি করলেন - জিআরইতে বড় স্কোর করে বিদেশে এসে বিকৃত নাম আর ভাষায় লেখে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আপনার সে সময়ের বিকৃত ও দূর্বল মানসিকতা আজও রয়ে গেছে । এখনও চেষ্টা করছেন মুখোশের আড়ালে বসে

মানুষকে “রামছাগল“ বলে গালাগালি করতে। কারন আপনিতো ভদ্রলোক - আর গালাগালি করলে তো তাদের মুখোশ খুলে যাবে। আর একটা দুর্ভাগ্য কি জানেন - মুখোশরাধী তথাকথিত ভদ্রলোকদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর মতো ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠেনি। তাই যেমন বাংলাদেশের বইমেলায় মেয়েরা নির্যাতিত হয় - তেমনি টরন্টো হলি জোন্স নামের ১২ বৎসরে মেয়েটা কম্পিউটার প্রোগ্রমারের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হয়। যদি আপনি আপনার চিন্তায় আর বক্তব্যে সৎ হন - তবে আপনাকে কেন কুৎসিত ভাষা আর নাম নিয়ে লিখতে হবে? সমস্যা সবাই জানে - সৎভাবে সমাধানের কথা ভাবুন। কে রামছাগল আর কে দাদীমা এটা ভেবে সময় নষ্ট না করে সমস্যা সমাধানের কথা ভাবুন।

আর একটা প্রসংগ বলার ইচ্ছা ছিল - সেটা হচ্ছে নিত্যানন্দ নামে এক মুখোশধারী ডক্টর প্রসংগে। তিনি আবার নেমেছেন সেতারা হাসেমের পুরুষ না মহিলা পরিচয় নিয়ে। ডক্টর সাহেব - আপনার বিবেকে কি আর একটু অবশিষ্ট নেই যা আপনাকে কিছু ভাল কথার দিকে নিতে পারে? অর লজ্জা সে তো মুক্তমনাদের থাকে নেই , যেমন তসলিমা নাসরিন কত সুন্দর ভাবে ৪১ বৎসর বয়সে ৩ টা আত্মজীবনী লিখলো তাতে আত্মজীবনীর জন্যে গিনেজ বুকে নাম চলে যাবে নিশ্চয়। সেতো আবার আপনাদের আইডল। ভাল কথা, আপনার বোধ হয় চোখের ডাক্তারের কাছে একটু যাওয়া দরকার। আপনি “সদালাপ” কে শঠালাপ পড়া শুরু করেছেন। নাকি সেটা ইচ্ছাকৃত - তাহলে তো বলতে হয় - চোখই মানুষের মনের আয়না। শঠ মানুষতো সৎ কে শঠ দেখবেই, কি বলেন।

প্রিয় পাঠক - আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আসন্ন ঈদ উপলক্ষে আমরা বিশেষ কিছু লেখা পোষ্ট করবো। দয়া করে আপনার/আপনাদের লেখা পাঠান - সেটা যে ধরনেরই হোক না কেন - গল্প - কবিতা - ভ্রমন কাহিনী বা যে কোন মজার বিষয় । সকলকে শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
সদালাপ ডট কম
নভেম্বর ৩, ২০০৩